প্রেমের জয়।

জন হাউয়ার্ডের জীবনচরিত প্রণেতা

শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

শ্রীহৃদয়নাথ ঘোষ বি, এ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY K. C. DATTA, AT THE B. M. PRESS,

211, CORNWALLIS STREET.

1891.

মূল্য /১০ দেড় আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে

স্বদেশবাসীগণকে

মহাপ্রাণতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন

সেই দয়ার-সাগর

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের শ্রীচরণে

মহাপ্রাণতার এই ক্ষুদ্র চিত্র খানি

ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

সুবিশাল আকাশের ন্যায় সাধুতাও একা কাহারও সম্পত্তি নহে—সাধুতা সকলেরই। যে দেশে যাও, আকাশ পানে একবার চাহিলে তোমাকে আপনার সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া তাহাতে ডুবিয়া যাইতেই হইবে। সেইরূপ যে দেশে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যাওনা কেন, সাধুতা দেখিলেই তোমার আত্মা তাহাতে মুগ্ধ হইবে এবং তুমি তাহার পূজা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সাধুতার প্রতি এই অহেতুকী ভক্তি ও স্বাভাবিক আকর্ষণ তো আমাদের আছেই। তাহাতে আবার সাধুতার দ্বারা যখন জগতে কোনও প্রকার মহদনুষ্ঠান সাধিত হয়—সাধুতার প্রবল বন্যা আসিয়া যখন সংসারের কোনও আবর্জ্জনা পূর্ণ, পুতিগন্ধময় ভীষণ মরু-স্থান ধৌত করিয়া সেখানে প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্য স্থাপন করে, তখন আমরা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আশা লইয়া সেই সাধুতার পানে তাকাই। যে সাধুতার দ্বারা এই পাপভারাক্রান্ত জগতের পাপভার একটুও লাঘব হইয়াছে, সে সাধুতা যে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাকুক না কেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই আমাদের

দুর্ব্বল হৃদয়ে আশা ও বলের সঞ্চার হয়। সেই জন্যই আমরা মুক্তিফৌজের এই ক্ষুদ্র বিবরণটী প্রকাশ করিলাম।

এই বিবরণটীর অধিকাংশই "মুক্তিফৌজের জয়" এই নামে বর্ত্তমান সনের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রেমের জয়।

মুক্তিফৌজের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ ঘটনা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়াছেন—জ্ঞান ও শিক্ষার উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ করিয়া পাপভারাক্রান্ত দারিদ্র্যনিপীড়িত হতভাগ্য নরনারীগণের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য, হার্বার্ট স্পেন্সার, ম্যাথ্‌আর্ণল্ড, ফ্রেডারিক হ্যারিসন্ প্রভৃতি জ্ঞানিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও যে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই, মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা জেনারেল বুথ কার্য্যগত জীবনের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ও সেই লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনয়ন করা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ "সবলের জয়, দুর্ব্বলের পরাজয়" এই যে নীতি প্রচার করিতেছেন, জেনারেল বুথ সেই নীতির অসারতা হাতে কলমে প্রমাণ করিয়া-

ছেন। "মুক্তিফৌজ" ও ইহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিলে তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিফৌজের কার্য্য বিবরণ একবার পাঠ করিলে আর এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

"মুক্তিফৌজ" এই নাম শুনিলেই অনেকের হাস্য ও অবজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে, আমরা জানি। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বাহ্য চাক্‌চিক্যে যাহাদের দৃষ্টি বিকৃত হইয়াছে, তাহাদের মনে এইরূপ অবজ্ঞার ভাব হওয়াই সম্ভব। পৃথিবীতে যখনই কোন ধর্ম্মের প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সতর্ক বিষয়ী লোকেরা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছে, এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে পাগলের পাগ্‌লামি মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু মহৎ ভাবের নিকট আত্মবিসর্জ্জন করিয়া যে সকল মহাপুরুষগণ সংসারের লোকের দ্বারা পাগল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছেন, অজ্ঞ লোকের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সেই সকল সাধু মহাজনের অটল বিশ্বাসের কার্য্য দেখিয়াই ভবিষ্যতে জ্ঞানিগণ অবাক্ হইয়াছেন, এবং সংসারাসক্ত সন্দিগ্ধচিত্ত নরনারীগণ মহত্ত্বের সম্মাননা করিতে ও মহৎকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছে।

মুক্তিফৌজজিনিসটা কি? ইহা কি বর্ত্তমান যুগের একটী অলৌকিক ক্রিয়া নয়? মুক্তিফৌজ এই পরিদৃশ্য-মান জগতে সেই অব্যক্ত অদৃশ্য ঐশীশক্তির প্রকাশ। মুক্তিফৌজ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের একটী লীলা মাত্র। পঁচিশ বৎসর অতীত হইল, অর্থহীন সহায়হীন বুথ এক মাত্র সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া "মুক্তিফৌজের" সৃষ্টি করেন। যেরূপ আয়োজন থাকিলে মহৎকার্য্যে হাত দিয়া মানুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে, বুথের তাহার কিছুই ছিল না। অধিক কি বুথের একটী উপাসনালয় পর্য্যন্তও ছিল না। কিন্তু আজ সংসারের অতি দরিদ্র, হীন ও অকর্ম্মণ্য নরনারী সকল কুড়াইয়া লইয়া বুথ মুক্তিফৌজকে এক প্রবল শক্তি করিয়া তুলিয়াছেন। আজ পৃথিবীর ২,৮৬৪ স্থানে প্রচার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মুক্তিফৌজের ৯০০০ সহস্র কর্ম্মচারী নরনারীর মুক্তির সংগ্রামে নিযুক্ত রহিয়াছে। আজ মুক্তিফৌজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বৎসরে প্রায় ৭৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে। একদিন যে মুক্তিফৌজের হাতে এক কড়া কাণা-কড়িও ছিল না, সেই মুক্তিফৌজ পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় আজ ১৮ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৮০০০,০০,০০০ নগদ সম্পত্তির অধিকারী। একি সামান্য কথা!

সচরাচর ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনা যায়, তাহা অপেক্ষা ঊনবিংশতাব্দীর এই ঘটনাটী কি কম আশ্চর্য্য ! বর্ত্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে, আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই মানবসমাজের কল্যাণসাধনের জন্য এরূপ অদ্ভুত আয়োজন করিতে সক্ষম হন নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন ঊনবিংশ শতাব্দীর গতি কোন্দিকে? ভোগসুখের দিকেই মানবের সমস্ত চেষ্টা। দৈহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই জীবন কৃতার্থ হইল বলিয়া মানুষ মনে করে। দৈহিক সুখের উপরে আর যে কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠতর সুখ আছে, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উপরে আর যে কোন অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ সম্ভব, ঊনবিংশ শতাব্দীর পোনেষোল আনা লোকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়। ঘটনার স্রোতেই মানুষ ভাসমান, ঘটনার নিয়ন্তা আধ্যাত্মিক শক্তিকে মানুষ চিনিতে পারে না, চিনিবার জন্য ব্যস্তও নয়।

মহাত্মা বুঁথ্ বর্ত্তমান মানব সমাজের এই গতি ফিরাইয়াছেন—নাস্তিকতা ও স্বার্থপরতার কঠিন পাষাণ গলাইয়া বিশ্বাস ও প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন। যে মহৎভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা বুথ্ এই মহৎ কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এপ্রস্তাবের

উদ্দেশ্য নয়। জেনারেল বুথের মতও বিশ্বাসের মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি আছে কি না তাহাও আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। অপূর্ণ মানব কখনই ভুল ভ্রান্তির অতীত হইতে পারে না। অসাধারণ মহত্ত্ব ও অলোক-সামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইলেও বুথ্ অপূর্ণ মানব বই আর কিছুই নহেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভুল ভ্রান্তির সম্পূর্ণ অতীত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু সমস্ত ভুল ভ্রান্তির অতীত হইয়া জেনেরল বুথ্ যদি পৃথিবীতে এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যতদূর অসাধারণ বলিতাম, সহস্র ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও তিনি যে সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আরও অধিক অসামান্য বলিয়া মানিতে হয়।

জনসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত নগণ্য বুথ্ ও তাঁহার পত্নী লণ্ডন সহরের পূর্ব্বদিকে অতি দীনভাবে জীবন কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই মেথডিষ্ট সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে এমন সামান্য দুটী লোক এই মহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিলেন! কে জানিত যে সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে কেবল মাত্র এই দুইটী আত্মা এই মহৎব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া আজ জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেন—

নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবেন,—পতিতকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া মুক্তির অভয়বাণি শুনাইবেন—উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ রমণীগণের পিতামাতা হইয়া সেবা শুশ্রূষা করিবেন? কে জানিত যে, এই নগণ্য দম্পতীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আজ পৃথিবীর নয় সহস্রাধিক যুবা পুরুষ ও যুবতী রমণী জীবনের সমস্ত সুখ সুবিধা পায়ে ঠেলিয়া, যশঃ মান ও পদমর্য্যাদাকে অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া, মুক্তি-ফৌজের এই ক্লেশকর দাসত্ব স্বীকার করিবেন? আজ বুথ্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শক্তি জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজ মুক্তি-সেনা দ্বারা দুরাচারীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ঘোর পাষণ্ডের দলন হইতেছে, পশু মানব হইতেছে, মানব দেবত্ব লাভ করিতেছে! কি শক্তি! কি প্রভাব! যে রমণীগণ কি সুসভ্য কি অসভ্য সকল দেশেই অবলা বলিয়া কৃপাপাত্রী, কোমলাঙ্গী বলিয়া পুরুষের বাহু যাঁহাদের জন্য সর্ব্বদাই প্রসারিত রহিয়াছে, সেই কোমলাঙ্গী অবলা নারীগণই মুক্তিফৌজ হইতে এক অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া হিংস্র পশু সদৃশ, বিকটাকৃতি, কদাচারী পুরুষগণকে পবিত্রতার প্রভাবে পরাজিত করিতেছেন, নির্ম্মল প্রেমকটাক্ষে বশীভূত করিয়া ফেলিতেছেন! ধর্ম্মের মুক্তিবিধায়িনী শক্তির ইহা অপেক্ষা আর কি উজ্জ্বলতর প্রমাণ চাই?

ইংলণ্ডের জনৈক নিরীশ্বরবাদী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মুক্তিফৌজের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছেন,—“জ্ঞান ও শিক্ষার পক্ষপাতী হারবার্ট স্পেন্সার, ম্যাথিউ আরনল্ড ও ফ্রেডারিক হেরীসনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই বোধ হয় পথভ্রান্ত হইয়া চলিতেছি ; নতুবা জেনারেল বুথ্ একাকী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, আমরা সকলে একত্র হইয়াও তো তাহা করিতে পারিলাম না এবং কখনও যে পারিব এরূপ আশাও নাই। তবে কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মমতের প্রভাবেই জেনারেল বুথ্ যে এতদূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বলিতেছি না। মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেম উদ্বোধিত করিয়া—বহুসংখ্যক নরনারীর দ্বারা একটী প্রেমপরিবার গঠন করিয়া—একমাত্র মানবপ্রেমের প্রভাবেই জেনারেল বুথ্ জগতে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের উপর বুথের এই অসাধারণ শক্তিই তাঁহার সিদ্ধিলাভের গূঢ় কারণ। বুথের প্রাণ হইতে এই শক্তি কাড়িয়া লও, দেখিতে পাইবে, বুথের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস জগতের কোন কাজেই আসিবে না।” মহামান্য লর্ড উল্‌সিলি (Lord Wolseley) মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, পাঠক একবার স্থির চিত্তে তাহা পাঠ করুন। “একবার ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গ্রাহাম্ নগরের

কোন হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরে জনতা দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, যে মুক্তি-ফৌজ ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। আমি বাহির হইয়া ভিড়ের নিকট দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। দুইটী যুবতী নারী সঙ্গীত, প্রার্থনাদি দ্বারা প্রচার করি-তেছেন। তাঁহাদের মুখে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, প্রেমের উজ্জ্বলতা ও উৎসাহের সজীব ভাব প্রতিভাসিত! পার্শ্ব-বর্ত্তী লোক সকলের মধ্যে তাঁহারা এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করিলেন! আমি যতবার তাঁহাদের প্রচার দেখিয়াছি ততবারই তাঁহাদের এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। নগরের মাজিষ্ট্রেট, মেয়র ও ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখেও শুনিয়াছি যে, আমি যে ১৫ দিন গ্রান্থাম্ নগরে ছিলাম, সে কয়েক দিন মদ্য-ব্যবসায়ীদের বড় দুরবস্থা গিয়াছে। তাহাদের দোকান পাট প্রায় বন্ধের মধ্যে। এই সকল কথা শুনিয়া ভাবি-লাম, আর কিছু না হউক যাঁহারা কেবল আপনাদের জীবনের প্রভাবে গ্রান্থাম্ নগরের ন্যায় একটি নগরে এক পক্ষকাল শুঁড়ীর দোকান বন্ধ রাখিতে পারেন, তাঁহারা কখনও উপহাসের পাত্রী নহেন।” মুক্তিফৌজ পক্তিত নরনারীগণের জীবনে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিতেছেন তাহা দেখিলে লর্ড উল্‌সিলির কথায় সকলকেই সায় দিতে

হয়। হারবার্ট স্পেন্সারের মতাবলম্বী জনৈক উপন্যাস-লেখক বলেন, "মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমার যেমন কুসংস্কার ছিল, এমন আর কাহারও ছিল না। কিন্তু সে দিন মুক্তিফৌজের ভিতরে গিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে দূর হইয়া গেল। মুক্তিফৌজ যে কাজ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আর কেহ সেরূপ কাজ করা দূরে থাকুক, সেরূপ কাজের চেষ্টাও কখনও করেন নাই। মুক্তিফৌজের কাজ দেখা অবধি জেনারেল বুথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। জেনারেল বুথ যে কোন প্রকার কাজ একবার হাতে লইলে তাহা সম্পন্ন করিতে নিশ্চয়ই পারেন, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

ইংলণ্ডের সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত "রিভিউ অব্ রিভিউস" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক উদারস্বভাব জনহিতৈষী ষ্টেড সাহেব জেনারেল বুথ্ প্রণীত 'In Darkest England and the Way out' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন;—"মুক্তিফৌজের সহিত যে দিন আমার প্রথম পরিচয় হয়, আমার জীবনের সে একটী বিশেষ দিন। সে আজ দ্বাদশ বৎসরের কথা। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর গত হইল, কিন্তু আমার মনে হয় যেন সে কল্যকার কথা। '১৮৭৯ খ্রীঃ, ৬ই জুলাই, মুক্তিফৌজের রমণীগণ ডারলিং-

টন নগরে আগমন করিবেন' নগরের ঘাটে মাঠে এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল। ডারলিংটনবাসী ভদ্র লোকদিগের বিরক্তির আর সীমা নাই, রমণীগণ আসিয়া নগর তোলপাড় করিয়া তুলিবে, ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা জ্বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ৬ই জুলাই উপস্থিত। খোলা বাজারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুক্তিসেনাদলভুক্ত দুইটী যুবতী রমণী মধুর সঙ্গীত ও হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া দাড়াইয়াছে। ক্রমে ভিড় বাড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন যুবতী দুইটী ডারলিংটন নগরস্থ "লিভিংষ্টোন হলের" দিকে চলিলেন, তখন সেই অসংখ্য লোক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আজ রবিবার অপরাহ্ন। সুবিস্তৃত "লিভিংষ্টোন-হল" লোকে লোকারণ্য। আবার সেই মনোহর সঙ্গীত ও জীবন্ত প্রার্থনা শুনা গেল। প্রচারান্তে যুবতী প্রচারিকাদ্বয় প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া কাহার ধর্ম্মজীবন কিরূপ চলিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই ব্যাপার এক দিনেই শেষ হইল না। সপ্তাহে সপ্তাহে প্রতিদিন ২০০০ দুই সহস্র হইতে ২৫০০ আড়াই সহস্র লোক 'ডারলিংটন হলে' উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থানীয় ভদ্রতাভিমানী লোকেরাও আর দূরে থাকিতে পারিলেন না।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারাও ডারলিংটন হলে দেখা দিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে নৃত্যগীত, আনন্দোল্লাস ও পাগলামী দেখিবেন আশা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না; বরং নগরের পাপাসক্ত দুরাচারী লোকদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এইরূপে ভদ্রাভদ্র সকল লোক সমভাবে মাতিয়া উঠিল, ডারলিংটন নগর ধর্ম্মভাবে টলমল্। যাহারা ডারলিংটন নগরকে এত মাতাইয়া তুলিয়াছেন অবশেষে এক দিন আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম দুইটি ক্ষীণাঙ্গী বালিকা —একটীর বয়স বাইশ বৎসর, কিন্তু অপরটির বয়স উনিশ বৎসরও নহে। তাহাতে আবার বড় বালিকাটী প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু ইহাদের কি অসামান্য প্রভাব! অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ যাহাদিগকে একেবারে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এই দুইটী বালিকা সেই অপদার্থ লোকগুলিকে লইয়া একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিয়াছে, প্রতিদিন এই অসংখ্য লোকের আধ্যাত্মিক অন্নপান যোগাইতেছে। ডারলিংটন নগরে উপস্থিত হইবার সময় যাহাদের হাতে একটী পয়সাও ছিল না, নগরে যাহাদের কোন পরিচিত লোক ছিল না, অথবা কাহারো সহিত পরিচয় হইবার সম্ভাবনাও ছিল না,

সেই নিঃসহায় বালিকা দুইটী নগরের সর্ব্বপ্রধান হল ভাড়া করিয়া তথায় প্রত্যেক রাত্রিতে ও রবিবার সমস্ত দিন উপাসনা করিবার আয়োজন করিয়াছে; গ্যাস ও ট্যাক্স খরচ, ঘর পরিষ্কার করা ও ভগ্ন জানালাদি মেরামত করার খরচ এবং ইহা ছাড়া আপনাদের খাওয়া পরার সমস্ত খরচ অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। ডারলিংটন নগর লৌহব্যবসায়ের একটী প্রধান স্থান লৌহব্যবসা হইতেই নগরবাসী লোকদিগের বহু অর্থাগম হয়। কিন্তু যে বৎসরের কথা বলা হইতেছে সেই বৎসর লৌহব্যবসায়ের বড় দুরবস্থা যাইতেছিল। নিয়মিত চাঁদা আদায় না হওয়াতে অতি কষ্টে স্থানীয় ধর্ম্মালয়গুলির নিত্যকর্ম্ম চলিতেছিল। কিন্তু এই বালিকা দুটী নিতান্ত দীনদরিদ্র লোকদের নিকট হইতে দুই এক পয়সা করিয়া কুড়াইয়া লইয়া বৎসরে প্রায় ৪০০০ হাজার টাকার কাজ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইল। দুইটী সামান্য বালিকার এই সকল কাজ নিতান্ত সাংসারিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও অদ্ভুত ও অসামান্য বলিয়া মানিতে হয়।" রমণীপ্রাণে যে এমন অসাধারণ শক্তি আছে পূর্ব্বে তাহা কে জানিত! একমাত্র মুক্তিফৌজই রমণী-চরিত্রের এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু সেই জন্যই মুক্তিফৌজের প্রতি অনেকে অপ্রসন্ন। পরিবারই নারীগণের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, পারিবারিক কর্ত্তব্য ব্যতীত জগতের সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে রমণীর হস্তক্ষেপ করা কখনও উচিত নহে; শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অনেকের এইরূপ মত। চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিডন্ (Canon Liddon) এই মতের একজন গোঁড়া ছিলেন। সুতরাং মুক্তিফৌজের প্রতি তিনি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। জনহিতৈষী ষ্টেড সাহেবের সহিত মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইত; তাহাতে মুক্তিফৌজের প্রচার দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মে। তিনি ষ্টেড সাহেবের সঙ্গে ১৮৮১ সালের শেষভাগে কোন এক শুক্রবার রাত্রিতে মুক্তিফৌজের একটী প্রার্থনা-সভায় গমন করেন। পাছে লোকে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলে, এজন্য গাড়ী চড়িয়াই ক্যানন লিডন্ ধর্ম্মযাজকের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার গলার সাদা কলারটী খুলিয়া রাখিলেন। ষ্টেড জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসকল খুলিতেছেন যে?"

ক্যানন লিডন্ উত্তর করিলেন, "দুর্ব্বলতা বশতঃ এইরূপ করিতেছি ভাবিবেন না; আমি মুক্তিফৌজের প্রার্থনা-সভায় আসিয়াছি শুনিলে কত লোকের কত প্রশ্ন ও প্রতিবাদ আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইবে। কিন্তু

লোকের নিকট কৈফিয়ত দেওয়া বড় ক্লেশকর।" ক্যানন লিডন্ ষ্টেড সাহেবের সহিত যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। তাঁহারা গিয়া গ্যালারীর এক কোণে বসিলেন। অমনি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের অপর একজন ধর্ম্মযাজক ক্যানন লিডন্‌কে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ক্যানন লিডনের লুকাইয়া মুক্তিফৌজের কার্য্য দেখার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। যথাসময়ে সঙ্গীত, প্রার্থনা ও পরিত্রাণের সাক্ষ্যদান প্রভৃতি আরম্ভ হইল। একটী সুন্দরী বালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা কদাকার পুরুষও সাক্ষ্যদান করিতে দণ্ডায়মান হইল। সমস্ত দিন লণ্ডনের কোন ষ্টীমারে কয়লা উস্‌কাইয়া কয়লার রঙে সে অত্যন্ত বিকটাকৃতি হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ক্যানন লিডন্ তাঁহার বন্ধু ষ্টেড সাহেবকে বলিলেন, "এইরূপ লোককে তো আমরা কখন সেণ্ট্ পল গির্জায় দেখিতে পাই না! ক্যানন লিডন্ মুক্তিফৌজের কার্য্য আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেন। বাড়ী যাইবার সময়ে গাড়ীতে চড়িয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে বন্ধু ষ্টেডকে বলিলেন;—"আজ লজ্জায় আমার মুখ অবনত হইতেছে। আজ আর আপনাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিতেছি

না। এই তো কতকগুলি অজ্ঞ দরিদ্র লোক, ইহাদের সঙ্গে তুলনায় আমরা কি করিতেছি! আমাদের শিক্ষায় ধিক্, আমাদের উচ্চপদে ধিক্, আমাদের দ্বারা কিছুই হইতেছে না।" মহাত্মা ষ্টেড আর এক স্থলে বলিয়াছেন ঃ—"বিশ বৎসর যাবৎ সংবাদপত্রের সম্পাদকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে বর্ত্তমান সময়ের সুবিজ্ঞতম ও শ্রেষ্ঠতম নরনারীগণের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়াছে। ইংলণ্ড,আমেরিকা ও ইউরোপের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, জ্ঞানী ও কর্ম্মী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নরনারীগণের সম্বন্ধেই আমার অল্পাধিক পরিমাণে কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু মানসিক শক্তি, কার্য্যদক্ষতা, উৎসাহ ও কোন কিছু গড়িয়া পিটিয়া তুলিবার ক্ষমতাতে জেনারল বুথ, তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় আমার সমস্ত পরিচিত লোকের মধ্যে আর ৫ জন লোকও দেখিতে পাই নাই।"

পৃথিবীতে এমন অনেক মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাদের অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতাবলে অনেক মহৎ অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহৎব্রত পালনের জন্য একটী পরিবার গঠন করার দৃষ্টান্ত একমাত্র জেনারল বুথই দেখাইয়াছেন। তিনি জীবনের কার্য্য বলিয়া যে মহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছেন,

তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য এমন আশ্চর্য্য একটী পরিবার গঠন করিয়াছেন যে তাহার গঠনপ্রণালী দেখিলেই বুথের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জন্মলব্ধ-শক্তিতে মুক্তিফৌজের যেরূপ বিশ্বাস, শিক্ষার শক্তিতেও সেইরূপ প্রবল বিশ্বাস। বুথ-পরিবারে এই দুই প্রকার শক্তিরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বুথের কার্য্যকে তাঁহার পত্নী আপনার জীবনের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং আপনাদের বালক বালিকাগণকেও অতি শৈশবকাল হইতে এমন ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যে তাহারাও বড় হইয়া মুক্তিফৌজের জন্যই বাঁচিতে চায়, মুক্তিফৌজের জন্যই আত্মবলিদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, সংসারে যাঁহারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই; আর যাঁহারা বিবাহিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, পারিবারিক জীবনের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জগতের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু জেনারেল বুথ যে কেবল সপরিবারে মহৎ ব্রত সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এমন নয়, কিন্তু তাঁহার

বিশ্বাস যে, জগতের সেবা করিতে হইলে বিবাহ করা একান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক দুর্ব্বলের পক্ষেই পরিণয় পাশ স্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান। যে পরিবারে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম-নিয়মেই যে পরিবার চলে, স্ত্রী পুরুষ যেখানে সমভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জ্ঞানের আলো জগতে বিকীর্ণ করিতেছে, প্রেম সাধন করিয়া নিষ্কামচিত্তে জগতের সেবা করিতেছে, সেই পরিবার অমৃতময়, সেই পরিবারই স্বর্গ। ঘোর সংসারাসক্ত আত্মসুখসর্ব্বস্ব নরনারীও সেখানে গিয়া আপনাদের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সেই উন্নত আদর্শকে জীবনে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু কর্ত্তা ও কর্ত্রীর উপরই পরিবারের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সুযোগ্য রাজার অভাবে যেমন রাজ্যের অশেষ দুর্গতি হয়, সেইরূপ কর্ত্তা ও কর্ত্রীর জীবনে জীবন্ত ধর্ম্ম ও নিষ্কাম সেবার ভাব না থাকিলে, সেই পরিবারের পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া কখনও জগতের হিত-সাধক-মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না। জেনারেল বুথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষিণ ওয়েল্‌সবাসী কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই রমণী আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পতিতা রমণীগণের জন্য যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব করি-

তেছেন। মধ্যম পুত্র একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যুক্ত-রাজ্যে মুক্তিফৌজের সাধারণ বিভাগের কার্য্যে সস্ত্রীক নিযুক্ত রহিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র ডেনমার্ক দেশের জনৈক প্রতিভাশালিনী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যাগণের মধ্যে কেবল দুইটীর বিবাহ হইয়াছে মাত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা আয়র্লণ্ডদেশবাসী কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক যুবা পুরুষের সঙ্গে পরিণীতা হইয়া, স্বামী স্ত্রী মিলিয়া ফরাসী ও সুইট্‌জর্লণ্ড দেশে মুক্তিফৌজের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা ইমাবুথ সুপ্রসিদ্ধ কমিশনার টকারের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে মুক্তিসেনার কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মুক্তিফৌজ পৃথিবীর আর দশটী দলের ন্যায় একটী দল নয়। সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া ইহার জন্ম হয় নাই। ইহার প্রবর্ত্তক বলেন, "মুক্তিফৌজের প্রাণ-স্বরূপ ধর্ম্মভাব ও জনহিতব্রত যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, মুক্তিফৌজও তৎসঙ্গে সঙ্গেই সংসারে বিলুপ্ত হইবে। সাম্প্রদায়িক লোকেরা প্রাণহীন ধর্ম্মসম্প্রদায় গুলির সুধু কঙ্কাল রক্ষা করিবার জন্যই যেমন সর্ব্বদা তৎপর, প্রাণহীন হইলে মুক্তিফৌজের কঙ্কাল আমি সেইরূপ রক্ষা করিতে চাই না।"

মুক্তিফৌজ আজ প্রায় জগতের সর্ব্বত্রই আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। অর্থ ও পরমার্থ সকল বিষয়েই মুক্তিফৌজ আজ ধনী। গ্রেট ব্রিটেনে ৩৭৭৫০০০৲ টাকা, ক্যানেডায় ৯৮৭২৮০৲ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় ৮৬২৫১০৲ টাকা, নিউজিলণ্ডে ১৪৭৯৮০৲ টাকা, সুইডেন দেশে ১৩৫৯৮০৲ টাকা, নরওয়েতে ১১৬৭৬০৲ টাকা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০৪০১০৲ টাকা, হলণ্ডে ৭১৮৮০৲ টাকা, আমেরিকার "যুক্ত-রাজ্যে" ৬৬০১০৲ টাকা, ভারতবর্ষে ৫৫৩৭০৲ টাকা, ডেনমার্কে ২৩৪০০৲ টাকা, ফরাসী এবং সুইট্‌জর্লণ্ড দেশে ১০০০০০৲ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭,৪৬,১৮০ টাকার সম্পত্তি আজ মুক্তিফৌজের হস্তে। মুক্তিফৌজ যে দেশে যাইতেছেন সেই দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র সকল প্রকাশ করিয়া জীবন্ত ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। মুক্তিফৌজের বাহিরের দিকে তাকাইলে যেমন স্তম্ভিত হইতে হয়, মুক্তিফৌজের ভিতরের ভাব দেখিলেও তেমনি মুগ্ধ হইতে হয়। ইহারা যে যে দেশে যাইতেছেন সেই সেই দেশীয় লোকের প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কারের সম্মান করিবার জন্য আপনাদের সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও দেশ বিদেশের নরনারীগণের নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়া-

ছেন, মানব হইয়াও দেবতার ন্যায় পরের সুখ দুঃখের জন্য ভাবিয়া মরিতেছেন। বাঙ্গালীর ছেলে দুই চারি বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়াই সাহেবী চালচলনে অভ্যস্ত হইয়া স্বদেশবাসীদিগকে অবজ্ঞা করিতে শেখেন, তাহাদের সন্তোষ অসন্তোষ, সুখ দুঃখ কিছুরই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না ; আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ইংরাজের ছেলে মেয়েরা আসিয়া বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার জন্য গৈরিক বসন পরিধান করিয়া খালি পায়ে বেড়াইতেছেন! ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকেরা গিয়া ইংলণ্ডের নরনারীগণের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিতেছেন, আর দেবস্বভাব মুক্তি-সেনা-দল কলিকাতা মহানগরীর বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, বাঙ্গালী যুবকদের প্রহারে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, প্রেমালিঙ্গন দিতেছেন! এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলেও চক্ষু সার্থক হয়!

মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল তাহা পাঠ করিলেই মুক্তিফৌজের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানিবার জন্য সকলের কৌতূহল জন্মে। বাস্তবিক মুক্তিফৌজ এক অতি নূতন উপায়ে জগতের মঙ্গল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পৃথিবী জরা মৃত্যু, রোগ শোক, ও পাপতাপে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর

এই দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিলে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সংসারের দুঃখদারিদ্র্য মোচন করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু অনেকেরই চেষ্টা বিফল হয়। তাহার কারণ কি? অনেকেই সুধু নীতির উপদেশ, ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া জগতের দুঃখদারিদ্র্য ও পাপতাপ দূর করিতে যান। কিন্তু জগতের পাপ ও দুঃখের মূলে যে সকল গূঢ় কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে এ পর্য্যন্ত কাহারও হাত পড়ে নাই। আমাদের বিবেচনায় মুক্তিফৌজই সর্ব্বপ্রথমে মানবসমাজের ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন, মুক্তিফৌজই মানুষকে কার্য্যের মধ্যে ফেলিয়া, মানুষের শারীরিক ও নৈতিক সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া, মানুষকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিবার পন্থা দেখাইয়াছেন। দুঃখী পাপী ও দুরাচারী নরনারীগণের উদ্ধারের জন্য মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক আপাততঃ লণ্ডনসহরে **নাগরিক উপনিবেশ (City Colony)** নাম দিয়া একটী মহা আয়োজন করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকেরই মাথা রাখিবার স্থান নাই। বেচারারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহা লইয়া পাব্লিকহাউস অর্থাৎ মদের দোকানে যায়। যাহাদের বাড়ী নাই, ঘর

নাই, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আপনার জন বলিতে কেহ নাই, যাহাদের কোনও প্রকার পারিবারিক কিম্বা সামাজিক জীবন নাই, তাহারা যে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঝক্‌ঝকে মদের দোকানে গিয়া সুখশান্তি খুঁজিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ লণ্ডনের পাব্‌লিক-হাউস গুলি এত প্রলোভনের বস্তু, চক্‌চকে দোকান গুলিতে এমন পরিপাটীরূপে বোতল বোতল মদ সাজান থাকে, যে তাহা দেখিয়া পানাসক্ত দুর্ব্বলচিত্ত গরিব লোকদিগের মন টানিবে, কিছুই বিচিত্র নয়। এই শ্রেণীর লোকেরা যাহাতে অতি সুলভ মূল্যে অর্থাৎ চারি পেনীর ভিতরে পেট ভরিয়া দুটী খেতে পায় এবং রাত্রিকালে সুখ-স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবার গৃহ পায়, এজন্য মুক্তিফৌজ লণ্ডনের পূর্ব্বাংশে **ফুড এণ্ড শেল্‌টার (food and shelter Depot)** নাম দিয়া কয়েকটী **আহার ও বিশ্রাম ভবন** স্থাপন করিয়াছেন। এখানে চারি পেনী লইয়া স্ত্রীলোক, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে যে কেহ উপস্থিত হইলেই, পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং রাত্রিকালে শুইবার বিছানা পায়। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর হইতেই লোক সকল আসিতে আরম্ভ করে। স্ত্রীলোকেরা ইহার পূর্ব্বেই আসিয়া সেলাই ও গল্পসল্প ইত্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এখানে কোন লোক

উপস্থিত হইবামাত্রই তাহাকে হয় এক পেয়ালা চা, না হয় এক পাত্র কাফি কিম্বা কোকো দেওয়া হয়। তার-পর স্নানাগার দেখাইয়া দেওয়া হয়। স্নানাগারে ভাল সাবান, পরিষ্কার তোয়ালে ও গরম জলের বন্দোবস্ত আছে। এমন কি, ময়লা জামা ইত্যাদি ধুইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুকাইয়া লইবারও বন্দোবস্ত রহি-য়াছে। আহারাদির পর লোকেরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করে। রাত্রি আটটার সময় স্ত্রীপুরুষ সকলকে একটী বড় ঘরে একত্রিত করিয়া তথায় প্রার্থনা সভার কাজ আরম্ভ হয়। এই ভাবে মুক্তিফৌজের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক পানাসক্ত ও দুরাচারী পুরুষ রমণী উদ্ধার পায়।

লণ্ডনের মত একস্থানে এত ধনী ও এত দরিদ্র লোক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন স্থানে নাই। এই সকল দরিদ্র লোকদিগের দুরবস্থার বিষয় শুনিলে বাস্তবিকই মনে অতিশয় ক্লেশ হয়। কিন্তু লণ্ডন সহরের ধনী লোকেরা নিজ নিজ সুখ ও স্বার্থ লইয়াই এত ব্যস্ত, যে এই দুর্ভাগ্যদের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। তাহাতে আবার ভদ্রলোকেরা গরিব ছোট লোকদিগকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। অসংখ্য অসংখ্য লোক মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া, ক্ষুধা

তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য লণ্ডন সহরের রাস্তায় রাস্তায় সামান্য কাজ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কে তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাকায়? কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যখন কোনও লোক মুক্তিফৌজের আহার ও বিশ্রাম ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মুক্তিফৌজের লোকেরা তাহাকে অতি সস্নেহ-ভাবে বলিয়া থাকেন, "এস ভাই, এই তোমার জন্য কত প্রকার আহারসামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে। এই বিশ্রাম-ভবনকে তুমি তোমার আপন বাড়ী মনে করিয়া এখানে সুখস্বচ্ছন্দে বিশ্রাম কর; কিন্তু একটী কথা ভুলিও না, তোমাকে এখানকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমাদের কারখানায় (**Labour yard**) খাটিতে হইবে। মুক্তিফৌজ কাহাকেও ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত নহেন; যাহারা পরিশ্রম করিয়া সম্ভ্রমের সহিত আপনাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে চায়, মুক্তিফৌজ তাহাদিগকেই সাহায্য করিয়া থাকেন।" এই সকল কারখানায় কাষ্ঠাসন, মাদুর, জুতা, ছবি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক পানাশক্ত, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য লোক এই সকল কারখানায় প্রবেশ করে। কারখানায় কাজ করিতে করিতে পরিশ্রমে তাহাদের অনুরাগ জন্মে, প্রবৃত্তির উত্তেজনা

শান্ত হইয়া আসে এবং তাহাদের হৃদয়ে আত্ম-মর্য্যাদার ভাব জাগিয়া উঠে। এই তাহাদের মুক্তির প্রথম সোপান।

কিন্তু একটী মাত্র কারখানায় এই রূপ কয়টী লোকের কাজ ও অন্নসংস্থান হইতে পারে? এই জন্য **শ্রমবিনিময় আপিস (Labour Bureau)** নাম দিয়া মুক্তিফৌজ আর একটী আপিস খুলিয়াছেন। পল্লীগ্রামে দুই চারিজন মজুরের প্রয়োজন হইলে কাহাকেও তাহার জন্য ভাবিতে হয় না। কিন্তু বড় বড় সহরে বিশ্বাসী ও কাজের লোক সহজে মিলা ভার। অনেকে লোকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতেও আশানুরূপ ফল হয় না। সহরে কাহারও দুই চারিজন মজুরের প্রয়োজন হইলে, মজুর খুঁজিয়া বাহির করিতে কত ক্লেশ পাইতে হয়; কিন্তু সহরের অন্য পার্শ্বে হয়ত শত শত মজুর কাজ কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সহরে অনেক সময় মজুর যোগাড় করিবার জন্য কণ্ট্রাক্টরের সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু দুঃখী মজুরদের বেতনের অধিকাংশই কণ্ট্রাক্টরগণ কমিশন স্বরূপ আত্মসাৎ করে। গরিব দুঃখীরা খাটিয়া মরে, অথচ তাহাদের পেট পূরে না। মুক্তিফৌজের এই শ্রমবিনিময় আপিস দ্বারা এই সকল অভাব মোচন

হইতেছে। যাঁহারা লোক নিযুক্ত করিবেন তাঁহাদিগকে মুক্তিফৌজের এই আপিসে গিয়া আপনাদের নাম, ধাম, কত বেতনে কিরূপ লোকের আবশ্যক ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া রাখিয়া আসিতে হয়। কর্ম্মপ্রার্থীগণও আপিসে উপস্থিত হইয়া আপনাদের নাম, ধাম এবং কে কিরূপ কাজের প্রার্থী ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া দিয়া যায়। এই আপিসের যোগে এইরূপে কত শত দরিদ্র লোকের কর্ম্ম জুটিয়া যায়। যে সকল পল্লী-গ্রামে কাজ আছে, অথচ লোক মিলে না, মুক্তিফৌজ সে সকল স্থানেও লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন। এইরূপে সহরের মধ্যে এক ভাগের সহিত অন্যান্য ভাগের, এবং সহরের সহিত পল্লী-গ্রামের শ্রম-বিনিময় হইতেছে। মুক্তিফৌজ যে সকলস্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছেন তাহারা প্রায় সকলেই বিশ্বাসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া প্রশংসা পাইয়াছে। এই শ্রম-বিনিময় দ্বারা যে শত শত লোকের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

লণ্ডনের পূর্ব্বভাগে যত মজুর, মুটে, মদ্যপায়ী ও দুরাচারী লোকের বাস। এ স্থানের বাড়ী ঘর ও রাস্তাগুলি অতি সরু ও ময়লা। শৃগাল কুকুরের ন্যায় অনেকগুলি লোক এক ঘরে বাস করে। ইহাদের বাড়ী ঘর দেখিলে বোধ হয় পরিচ্ছন্নতা বলিয়া যে একটা

জিনিষ আছে সে বিষয় ইহারা কস্মিনকালেও কিছু শুনে নাই। ঘরের ভিতরে পোকা উড়িতেছে, মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছে, দুর্গন্ধের তো কথাই নাই। এই সকল লোকেরা আবার যখন স্ত্রী পুরুষে একসঙ্গে মদ খাইয়া মারামারি, কাটাকাটি করে, তখন যে কি বীভৎস ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য হয় তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। ইহাদের ভিতরে যাইতে প্রায় কাহারও সাহস হয় না। কিন্তু মুক্তি-সেনার রমণীগণ এই জীবন্ত নরকে স্বর্গীয় পবিত্রতা বিস্তার করিবার জন্য, এই জীবন্ত রাক্ষস-দিগকে মানুষ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা এই বিভীষিকাময় স্থানে বারমাস ত্রিশদিন বাস করিয়া পীড়িতদিগকে শুশ্রূষা করিতেছেন, শিশু সন্তান-গণকে যত্নের সহিত দেখিতেছেন, বাড়ী ঘর কি প্রকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য আপনাদের হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া গরিবলোকদিগের গৃহ পরিষ্কার করিতেছেন। ইহারা প্রতিবেশিনীদিগকে নীতির উপদেশ ও সংসারের সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়া প্রকৃত মাতার কাজ করিতেছেন। বাস্তবিক মুক্তি-ফৌজের এই সকল স্নেহরূপিনী ভদ্র মহিলারা কদাকার ইতর লোকদিগের সঙ্গে যেরূপভাবে মিশেন, তাহাতে ইহাদিগকে গরিব দুঃখীর মা না বলিয়া থাকিতে পারা

যায় না। গরিব দুঃখীর মধ্যে ইহারা গরিব দুঃখীর ন্যায়ই বাস করিতেছেন। সামান্য আহার, সামান্য বেশভূষা ও সামান্য কুটীরে বাস! কেবল ইহাদের মুখে স্বর্গের এক অপূর্ব্ব জ্যোতি, হৃদয়ে স্বর্গের অমৃত! যাহাদের উদ্ধারের আর কোনও প্রকার আশা ছিল না, এমন কত শত দুরাচারী পুরুষ রমণী ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া উদ্ধার পাইয়াছে। এই রমণীগণই মুক্তিফৌজের মধ্যে স্লামসিস্টার্ (slum-sisters) অর্থাৎ ইতর লোকদিগের ভগিনী বলিয়া পরিচিত।

কারাগারের উদ্দেশ্য অপরাধীর চরিত্র সংশোধন। কিন্তু কারাগারের দ্বারা এই মহৎউদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কারাগার হইতে অল্প লোকই সংশোধিত হইয়া আসে। অনেকেই কারাগারের নানা শ্রেণীর অপরাধী-দিগের সঙ্গে মিশিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও খারাপ হইয়া আসে। বাহিরে আসিয়াও দুরাচারীদের সঙ্গেই ইহা-দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ইহারা পাপ-স্রোতে ভাসিতে থাকে, এবং অবশেষে জন্মের মত পাপের অতল সাগরে ডুবিয়া যায়। প্রাচীন কালে প্রায় প্রত্যেক স্থানেই কারাগার ছিল। সুতরাং জেল হইতে খালাস পাইয়া লোকেরা অনায়াসেই আপনাদের আত্মীয় স্বজনের সহিত পুনরায় মিশিতে পারিত। কিন্তু এখন

আর সেদিন নাই। এখন গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় জেলগুলি তুলিয়া দিয়া বড় বড় সহরে অল্প কয়েকটীমাত্র জেল রাখিয়াছেন। সুতরাং দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া কয়েদীদিগকে এই সকল জেলে বাস করিতে হয়। কাজেই জেল হইতে বাহির হইয়া অনেক কারাবাসীকে এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকদিগের মধ্যে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার কেহই তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। কয়েদীকে সকলেই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। সুতরাং কোথাও যে কাজ কর্ম্ম জুটিবে তাহারও সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে এক বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া হতভাগাদিগকে আরও সহস্র বিপদে পতিত হইতে হয়। সহস্র দোষে দোষী হইলেও মাতৃস্নেহ হইতে সন্তান যেমন কখনও বঞ্চিত হয় না, নানা পাপে কলুষিত অপ-রাধীরাও তেমনি মুক্তি-সেনার দয়া ও স্নেহ হইতে কখনও বঞ্চিত হয় না। মুক্তি-সেনার লোকেরা কারাগারে গিয়া অপরাধীদিগের সহিত মিশেন, তাহাদের কাহার কি অভাব, কাহার কি কষ্ট যন্ত্রণা সে বিষয়ে তাহাদের সহিত আলাপ করেন, এবং কে কখন খালাস হইবে তাহা জানিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে কারাগারের দ্বারে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকেন। অপরাধীরা কারাগারের বাহির হইলেই মুক্তি-সেনার 'কারাফৌজদলের'

(**Prison-gate-Brigade**) লোকেরা তাহাদিগকে ভাইয়ের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। এই সকল কয়েদীগণের মধ্যে কেহ মুক্তি-সেনার কারখানায়, কেহবা শ্রমবিনিময় আপিসের যোগে অন্যত্র কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এইরূপে তাহাদের দরিদ্রতা মোচন তো হয়ই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি-সেনার পবিত্র সংসর্গে পড়িয়া তাহারা মুক্তি-পথেরও অধিকারী হয়।

ইংলণ্ডে মদ্যপান বড়ই প্রবল। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে পানদোষ অনেক কমিয়া অসিয়াছে। কিন্তু গরিব লোকের মধ্যে পানদোষ বিষের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। ইহাদের দুর্দ্দমনীয় পানাসক্তি ও তাহার বিষময় ফলের কথা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এই পানদোষেই ইংলণ্ডের গরিব লোকেরা পশুর অধম হইয়া আছে। অনেকের মতে ইহাই তাহাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। ইহাদের উদ্ধারের জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া ইহাদের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু মুক্তিফৌজ কোনও শ্রেণীর দুরাচারী-কেই ছাড়িবেন না। মদ্যপানে একবার আসক্তি জন্মিলে, এ কুঅভ্যাস একবার অস্থিমজ্জাগত হইলে, মানুষের ভাল হইবার আশা অতি কমই থাকে। কিন্তু প্রেম ও পুণ্যের শক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, মুক্তিফৌজের এই প্রবল

বিশ্বাস। পানাসক্তি দুই ভাবে বৃদ্ধি পায়। পানাসক্তি যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন পানদোষ মানুষের এক প্রকার স্বভাব হইয়া উঠে। আবার বহুকাল ধরিয়া মদ খাইতে খাইতে পানদোষ মানুষের একরূপ ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়ায়; এ অবস্থায় একটু মদ না খাইলে আর মানুষের মস্তিষ্ক ঠিক থাকে না, মদ না পাইলে মানুষ উন্মাদের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠে। মদ খাওয়া যাহাদের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মুক্তিফৌজের লোকেরা তাহাদের উপর এমন দৃষ্টি রাখেন যেন তাহারা আর প্রলোভনে পড়িয়া মারা না যায়। কিন্তু যাহারা পান-দোষ-ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছে তাহাদিগকে রোগী জ্ঞান করিয়া, ভাল স্থানে রাখিয়া, ভাল খাদ্য দ্রব্য খাইতে দিয়া চিকিৎসা করিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুক্তিফৌজ চেষ্টা করিতেছেন। মদ্যপায়ীদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য মুক্তিফৌজ একটী আশ্রমও সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানেও মুক্তিফৌজের প্রেমের শক্তি জয়যুক্ত হইয়াছে, অনেক পানাসক্ত দুরাচারী নরনারী উদ্ধার পাইয়া মুক্তি-ফৌজে যোগ দিয়াছে।

হতভাগিনী পতিতা রমণীদিগের দ্বারা মানবসমাজের যেরূপ অমঙ্গল হয় এরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় না। যত প্রকার সামাজিক ব্যাধি আছে তন্মধ্যে এই ব্যাধিই অতি

ভয়ানক। ইহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য মুক্তিফৌজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই ভীষণ রাক্ষসীর হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মুক্তিফৌজ পতিতা রমণী-দিগের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ তেত্রিশটী **আশ্রয়-বাটী (Rescue Home)** স্থাপন করিয়াছেন। কেবল মাত্র গ্রেটবৃটেনের আশ্রয়-বাটিকা গুলিতেই ৩০৭ জন পতিতা নারী আশ্রয় লাভ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার আশ্রয়-বাটী গুলি হইতেও অসংখ্য অসংখ্য পতিতা রমণী ভদ্র জীবন লাভ করিয়া জনসমাজের নানা কার্য্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহারা যেখানে যে কার্য্যে যাইতেছে সেখানেই বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মপটুতার জন্য প্রশংসা লাভ করিতেছে।

লণ্ডনসহরে প্রতিবৎসর গড়ে ১৮০০০ সহস্র লোক হারাইয়া যায়। যাহাদের আত্মীয় স্বজনের অর্থসম্বল আছে তাহাদের এক প্রকার অনুসন্ধান হয় বটে, কিন্তু যাহাদের বন্ধু বান্ধব কেহ থাকে না, কিম্বা থাকিলেও অত্যন্ত দরিদ্র, তাহাদের খোঁজ করিবার কোনও প্রকার চেষ্টা হয় না বলিলেও হয়। এসম্বন্ধে পুলিস ও ধর্ম্ম-যাজকগণের নিকট হইতে যে সাহায্য পাওয়া যায় তাহাতে প্রায়ই কোন ফল হয় না। এমন কি এই ১৮০০০ সহস্র লোকের মধ্যে প্রায় ৯০০০ সহস্র লোকের কোন প্রকার খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না। এই জন্য মুক্তি-

ফৌজ একটী **অনুসন্ধান-বিভাগ (Enquiry Department)** খুলিয়াছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মুক্তি-সেনাদল কার্য্য করিতেছেন। কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইলে, মুক্তিসেনাদল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যায় যে, পুলিসের নানারূপ চেষ্টাও যেখানে বিফল হইয়াছে, সেখানেও মুক্তিফৌজদল কৃতকার্য্য হন। এই রূপে কত পিতা মাতা তাহাদের হারাধন পুত্র কন্যা পাইয়াছে, কত অভাগিনী নারী প্রাণসম পতি ফিরিয়া পাইয়াছে, কত অনাথ বালক বালিকা পিতামাতার কোল পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দরিদ্র লোকদিগের প্রধান অভাব দুইটী ; অন্ন বস্ত্রের অভাব ও সৎ পরামর্শের অভাব। যে সকল দরিদ্র লোক দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্ত্রের এক প্রকার সংস্থান করিয়াছে, তাহারাও সংসারের নানা প্রকার বৈষয়িক কার্য্যে সৎ পরামর্শের অভাবে অনেক বিঘ্ন বিপত্তিতে পড়ে। দুর্ব্বলের পশ্চাতে দাঁড়াইবার কোন বুদ্ধিমান লোক নাই ভাবিয়া দুরাচারী প্রবলেরা নির্ভয়ে তাহাদের উপর অত্যাচার করে। এই জন্য মুক্তি-ফৌজ সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র লোক-দিগকে সৎ পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবার জন্য

পরামর্শ-সমিতি (Court of Counsel) নামে একটী বিভাগ খুলিয়াছেন। এই পরামর্শ-সমিতি হইতে নিরাশ্রয় দরিদ্র লোকদিগের কত যে কল্যাণ হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু মুক্তিফৌজের বিষয় যাহা বলা উচিত ছিল তাহার কিছুই বলা হইল না। মুক্তিফৌজ আমাদের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন—স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা সমস্ত পরিবার মিলিয়া জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার যে স্বর্গীয় ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—অতি সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াও সুধু হৃদয়ের বলে জগৎ পরাজয় করা যায় এই যে মহাসত্য আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কেবল সেই দিকে বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্যই আমরা মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলাম। মুক্তিফৌজের ধর্ম্মমত অনেকে না মানিতে পারেন, কিন্তু মুক্তিফৌজের শিক্ষা কি গ্রহণীয় নয়? মুক্তিফৌজের আদর্শ কি অতি পূজনীয় নয়? যে দিন আমাদের ঘরে ঘরে মুক্তিফৌজের এই উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই দিনই বঙ্গদেশের, সুধু বঙ্গদেশের কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের সৌভাগ্যের দিন ফিরিয়া আসিবে।

মুক্তিফোজের কাণ্ড।

মুক্তিফোজ-দলের সংখ্যা।		কর্ম্মচারীর সংখ্যা।
ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড	১৩৭৫	৪৫০৬
ফরাসি ও সুইট্জর্লণ্ড	১৭৮	৩৫২
সুইডেন	১৪৪	৩২৮
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৪২০	১০৬৬
ক্যানাডা (আমেরিকা)	৩৯৫	১০১১
অষ্ট্রেলিয়া	৭৩৫	৯০৩
নিউজিল্যাণ্ড্	১৬৪	১৮৬
ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপ	১৩১	৬১৯
হলণ্ড	৪৮	১৩১
ডেনমার্ক	৩৩	৮৭
নরওয়ে	৫২	১১২
জর্ম্মণি	২২	৭৫
বেল্জিয়ম্	৪	২১
ফিনল্যাণ্ড	৩	১২

আমেরিকার আরজেণ্টাইন্ রিপাব্লিক	২	১৫
দক্ষিণ আফ্রিকা ও সেণ্ট্ হেলেনা	৬৪	১৬২

মুক্তিফৌজের গৃহাদির সংখ্যা।

ইংলণ্ডে	৮
বিদেশে	২২

মুক্তিফৌজের হস্তে যে সম্পত্তি আছে তাহার মূল্য প্রায় ৬৪,৪৬,১৮০ টাকা।

মুক্তিফৌজের কলকারখানা, বাণিজ্য দ্রব্য ইত্যাদির মূল্য প্রায় ১৩,০০,০০০ টাকা।

সংবাদ পত্র।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সংখ্যা		গ্রাহক সংখ্যা
ইংলণ্ডে	৩	৩১,০০০,০০০
বিদেশে	২৪	

মাসিক পত্রিকার সংখ্যা।

সংখ্যা		গ্রাহক সংখ্যা
ইংলণ্ডে	৩	২৪,০০,০০০
বিদেশে	১২	

পুস্তিকা ইত্যাদি।

পুস্তিকা প্রভৃতির
বাৎসরিক সংখ্যা ৪১,৪০০,০০০

মুক্তিফৌজের সমাজসংস্কার বিষয়ক আয়োজন।

		সংখ্যা
১।	পতিতা রমণীগণের জন্য আশ্রয়-বাটি	৩৩
২।	ইতর পল্লীতে প্রচারিকা নিবাস	৩৩
৩।	কারাফৌজ দল	১০
৪।	আহার ভবন	৪
৫।	বিশ্রাম ভবন	৫
৬।	মদ্যপায়ীদিগের আশ্রম	১
৭।	কারখানা	১
৮।	শ্রমবিনিময় আপিস	২

এই সকল বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮৪ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

মুক্তিফৌজ যে সকল ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার সংখ্যা	২৯
মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক সভার সংখ্যা	৪৯৮১৮

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে সপ্তাহে যত গুলি গৃহ পরিদর্শন করা হয় তাহার সংখ্যা		৫৪০০০
শুধু লণ্ডনের প্রধান আপিসে সপ্তাহে যত টেলিগ্রাম ও চিঠি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সংখ্যা	টেলিগ্রাম	৬০০
	চিঠি	৫৪০০

সম্পূর্ণ